মসজিদে নামাজের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সাত দিনের লকডাউন জারি করেছে সরকার। এমন পরিস্থিতিতে মসজিদে নামাজ আদায়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

সোমবার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এসব নির্দেশনা জারি করে।

এতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের কারণে মুসল্লিদের জীবনের ঝুঁকি বিবেচনা করে মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে এবং আগত মুসল্লীকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে।

প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওজু করে, সুন্নাত নামাজ ঘরে আদায় করে মসজিদে আসতে হবে এবং ওজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

জামাতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।

জামাতে আগত মুসল্লিদের অবশ্যই মাস্ক পরে আসতে হবে। মসজিদে রাখা জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না। নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে।

শিশু, বৃদ্ধ, যেকোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না।

সর্বসাধারণের সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। জামাত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো যাবে না। নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামগণকে অনুরোধ করা হলো।

খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয় এই নির্দেশনায়। এ ছাড়া পশু

কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

শৈলকুপায় ১ম সপ্তাহে নতুন ৫জন করোনা শনাক্ত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় করোনারদ্বিতীয় ঢেউয়ে ১ম সপ্তাহে নতুন ৫জন করোনা শনাক্তহয়েছে। করোনারদ্বিতীয় ঢেউয়ে শৈলকুপায় ১ সপ্তাহে নতুন ৫জন করোনা শনাক্ত হয়েছে, যা গত বছরের এক সপ্তাহের তুলনায় অনেক বেশি, বিগত ১ বছরে শৈলকুপায় নতুন করোনা শনাক্তহয়েছে২৮৯জন। উদ্বেগের বিষয় ঢাকা থেকে গ্রামে জনস্রোত!লকডাউনের সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে ঢাকা থেকে মানুষ গ্রামে ফিরতে শুরু করেছে, যার মধ্যে অনেকেই করোনা ভাইরাস বহন করে এসেছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্ম কর্তা ডাঃ রাশেদ আল-মামুন জানান যদি স্বাস্থ্য বিধি সঠিক ভাবে মেনে চলা হয় । তবে করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা

করোনা মহারির কারণে পবিত্র রমজানে দেশের মসজিদগুলোতে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাসহ ১০টি নির্দেশনা মেনে মসজিদে জামাত

আদায়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার (৫ এপ্রিল) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।নির্দেশনা না মানলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই পালন করতে হবে। মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করা যাবে না। করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে খতিব ও ইমামরা দোয়া করবেন।

প্রসঙ্গত, করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ সোমবার থেকে সারাদেশে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। রোববার (৪ এপ্রিল) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

লকডাউনের প্রথম দিনে ৫২ মৃত্যুর সংবাদ

লকডাউনের প্রথম দিনে দেশে করোনাভাইরাসে ৫২ জনের মৃত্যুর খবর দিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সোমবার অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে শনাক্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৭৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৯৩২ জন।

দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৪৩৯ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৯ হাজার ৩১৮ জন। আর সুস্থ হওয়ার রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৪১৪ জন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সময়ে ৩১ হাজার ৯৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা

হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়েছে ৩০ হাজার ২৩৯টি নমুনা। মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৮ লাখ ১৩ হাজার ৬২৪টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ৪০ শতাংশ। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ৫২ জনের মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ, বাকি ১৮ জন নারী। ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে, ২ জন মারা গেছেন বাড়িতে। মোট মারা যাওয়া ৯ হাজার ৩১৮ জনের মধ্যে পুরুষ ৭ হাজার ৪ জন, নারী ২ হাজার ৩১৪ জন।

কবে টিকার দ্বিতীয় ডোজ, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

আগামীকাল মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে করোনার প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া। শিগগিরিই আরও টিকা দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাগী ৮ এপ্রিল থেকে করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি।
সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এসব তথ্য জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন।

বৈঠক শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ‘লকডাউনের নির্দেশনা সবাইকে কঠোরভাবে মানতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। করোনার সংক্রমণ রোধে মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। লকডাউন দেওয়ায় আগের চেয়ে মানুষের আনাগোনা কমেছে।’

বইমেলায় নিয়ম কড়াকড়িভাবে মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বইমেলায় কঠোরভাবে নিয়ম মানা হচ্ছে। যদি এর ব্যতয় হয় তাহলে সরকার নতুনভাবে চিন্তু করবে।

গণপরিবহনসহ অন্য কোথাও যদি সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে তাহলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

প্রসঙ্গত, করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আজ থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন। চলছে আগামী ৭ দিন।

স্ত্রীর পর এবার করোনায় আক্রান্ত গোবিন্দ

স্ত্রীর পর এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর অভিনেতার স্ত্রী সুনীতা আহুজা দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে নিশ্চিত করেছেন।

সুনীতাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি সংক্রমণ মুক্ত হয়েছেন তিনি।

সুনীতা জানান, রোববারই করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পান তারা এবং গোবিন্দর ফল পজিটিভ আসে। গোবিন্দ বাড়িতে থাকলেও নিয়মিত চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

তিনি আরও জানান, গোবিন্দর কোভিড পজিটিভ আসলেও তার শরীর ঠিক আছে। সামান্য উপসর্গ রয়েছে। বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে রয়েছে। সবাই তার পাশে আছি, চিকিৎসকরাও সব সময় নজরে রাখছেন তাকে। আশা করছি, সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

৭ দিনের লকডাউন শুরু আজ

কোভিড-১৯ সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকায় লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। সোমবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন, যা থাকবে আগামী সাত দিন।

এ দফায় আগামী ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত থাকবে এই লকডাউন। বাড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

লকডাউন ঘোষণা ও এই সময়ে পালনের জন্য ১১টি বিধি-নিষেধের কথা জানিয়ে রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যানবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ’ শিরোনামের জারি করা আদেশে বলা হয়- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ২৯ মার্চ তারিখের ১৮ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওই স্মারকের ধারাবাহিকতায় ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত প্রতিপালনের জন্য নিুলিখিত ১১টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এগুলো হচ্ছে- ১. সব প্রকার গণপরিবহণ (সড়ক, নৌ, রেল ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট) বন্ধ থাকবে। তবে পণ্য পরিবহণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, জরুরি সেবাদানের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, বিদেশগামী/বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না।
২. আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন- ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস/জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বিভিন্ন বন্দরের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে।
৩. সব সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও আদালত এবং বেসরকারি অফিস কেবল জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় জনবলকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় অফিসে আনা-নেওয়া করতে পারবে। শিল্প-কারখানা ও নির্মাণ কার্যাদি চালু থাকবে। শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া করতে হবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএকে শিল্প-

কারখানা এলাকায় কাছাকাছি সুবিধাজনক স্থানে তাদের শ্রমিকদের জন্য ফিল্ড হাসপাতাল/চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না।
৫. খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কেবল খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ করা যাবে না।
৬. শপিং মলসহ অন্যান্য সব দোকান বন্ধ থাকবে। তবে দোকানগুলো পাইকারি ও খুচরা পণ্য অনলাইনের মাধ্যমে কেনাবেচা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাবস্থায় কর্মচারীদের মধ্যে আবশ্যিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং কোনো ক্রেতা সশরীরে যেতে পারবে না।
৭. কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনাবেচা করা যাবে। বাজার কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৮. ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিত পরিসরে চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।
৯. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
১০. সারা দেশে জেলা ও মাঠপ্রশাসন এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে।
১১. এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ নির্দেশনার কপি সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবকে এ নির্দেশনা পাঠিয়ে তা অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সর্বশেষ রোববার বিকেলের স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৯ হাজার ২৬৬ জনে। এছাড়া করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৭ হাজার ৮৭ জন। এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬৪ জনে দাঁড়াল।
এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন দেয়া হল।

গত বছরের ২৬ মার্চ থেকে শুরু করে ৬৬ দিনের ‘সাধারণ ছুটি’ ছিল সারা দেশে। এ সময়ে জরুরি ছাড়া সব যানবাহন বন্ধ ছিল। আর ১৮ মার্চ

থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সংক্রমণ কমে গেলে ৩০ মার্চ স্কুল-কলেজ খোলার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে ২৩ মে করা হয়। আর পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলবে ২৪ মে।

এ যেন ‘ঈদযাত্রা’

লকডাউন ঘোষণার পর ঘরমুখী মানুষের ভিড়ে জনসমুদ্রে পরিণত হয় রাজধানীর বাস, ট্রেন ও লঞ্চ টার্মিনাল। করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি রোধে সরকারি বিধি-নিষেধ কার্যকরের আগের দিন রোববার গভীর রাত পর্যন্ত এমনই চিত্র দেখা গেছে। এক সপ্তাহের ‘লকডাউন’ আরোপের খবরে বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য এসব টার্মিনালে ঈদযাত্রার মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েন যাত্রীরা। সামাজিক দূরত্ব মানা দূরে থাক, গাদাগাদি করে টিকিট সংগ্রহ ও গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে। যাত্রীদের অনেকের মুখে ছিল না মাস্ক। যাত্রীর তুলনায় সংকট দেখা দেয় গণপরিবহণের। এ সুযোগ নিয়েছেন পরিবহণ শ্রমিকেরা। নির্দিষ্ট ভাড়ার কয়েকগুণ বেশি আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাস ও ট্রেনের টিকিট না পেয়ে অনেককে ট্রাকে চড়েও গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। যদিও টার্মিনালগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ)। বাড়তি ভাড়া আদায় ও স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করায় কয়েকজনকে জরিমানা করেছেন মোবাইল কোর্ট। রোববার রাজধানীর টার্মিনালগুলো ঘুরে এসব চিত্র দেখা গেছে।

অপরদিকে লঞ্চের চিত্র ছিল আরও ভয়াবহ। রোববার বিকাল থেকে ঢাকা নদীবন্দরে ছিল (সদরঘাট) উপচেপড়া ভিড়। লঞ্চে অর্ধেক যাত্রী বহনের কথা থাকলেও তা মানা হয়নি। গাদাগাদি করেই বাড়তি ভাড়ায় যাত্রী বহন করেছে লঞ্চ মালিক-শ্রমিকেরা। সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সাড়ে ৭টা থেকে এক ঘণ্টা লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। এ সময় যাত্রীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

লকডাউনের শুরুর আগে যারা বাড়ি গেছেন তাদের বড় অংশই দিনমজুর, রিকশাচালক, হকার এবং গণপরিবহণ ও বিভিন্ন মার্কেটের কর্মী। সরকার

ঘোষিত বিধি-নিষেধের কারণে অন্তত আগামী এক সপ্তাহ বন্ধের সময়ে কাজ না থাকায় তারা বাড়ি ফিরে যান। বন্ধের সময়ে পরিবারের সদস্যদের কাছাকাছি থাকতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা বাড়ি যান। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এভাবে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করে বিপুল সংখ্যক মানুষের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শহর থেকে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে শনিবার সরকারের দুজন মন্ত্রী- প্রতিমন্ত্রী সোমবার থেকে দেশে সাত দিনের লকডাউনের কথা জানান। রোববার ১১ দফা নির্দেশনা জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এতে সোমবার সকাল ৬টা থেকে সব ধরনের গণপরিবহণ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা গেছে, টার্মিনালজুড়ে যাত্রীদের উপচেপড়া ভিড়। কাক্সিক্ষত টিকিটের জন্য এক কাউন্টার থেকে অন্য কাউন্টার ছুটে যান যাত্রীরা। পর্যাপ্ত বাস না থাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাত্রীদের অপেক্ষা করতে দেখা যায়। সিরাজগঞ্জের শিরিন বেগম মাত্র ২৬ দিনের ছেলে সন্তান নিয়ে গাবতলী বাস টার্মিনালে আসেন। বাসের টিকিটের জন্য সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। বেলা ২টা পর্যন্ত তিনি কোনো বাসের টিকিট পাননি। পরে খালেক এন্টারপ্রাইজ নামের একটি পরিবহণের টিকিট কেনেন এক হাজার টাকায়। শিরিন বেগম বলেন, চিকিৎসা করাতে ঢাকায় ভাইয়ের বাসায় ছিলেন তিনি। গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞার খবরে দ্রুত বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাড়তি ভাড়ায় খালেক এন্টারপ্রাইজের টিকিট কিনলেও আমাকে হিমাচল পরিবহণের বাসে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু আমি নই, ৩৬ জনকে একইভাবে এ বাসে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

এলিফ্যান্ট রোডের একটি মার্কেটের কর্মচারী মো. সোলাইমান বলেন, দোকান বন্ধ করে দেবে তাই খুলনায় নিজ গ্রামে যাচ্ছি। হানিফ, সোহাগসহ আরও কয়েকটি বাসের কাউন্টার ঘুরে টিকিট পাইনি। বাধ্য হয়ে কাটালাইনে যেতে সেলফি পরিবহণে উঠতে হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা থেকে পাটুরিয়া পর্যন্ত আগে দুইশ টাকা ভাড়া থাকলেও এখন পাঁচশ টাকা নিচ্ছে। সোলাইমান বলেন, আল্লাহ জানে কতদিন এমন চলবে। বেশিদিন এমন চললে মালিক বেতন দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। মার্চ মাসের বেতন অর্ধেক দিয়েছে। যশোরের টিকিট নিতে রোজিনা এক্সপ্রেসের কাউন্টারে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন এক যাত্রী। তার অভিযোগ, নিয়মিত ভাড়া ৫০০ টাকা হলেও ১ হাজার টাকা দাবি করা হচ্ছে। সরকার

ভাড়া ৬০ শতাংশ অতিরিক্ত নির্ধারণ করে দিলেও তা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালেও সকাল থেকেই দূরপাল্লার বাসগুলোতে যাত্রীর চাপ ছিল চোখে পড়ার মতো। কাউন্টারে এসে অনেকেই টিকিট না পেয়ে পিকআপ ও ট্রাকে করে বাড়ি ফেরেন। অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে কষ্ট করে বাড়ি ফিরতে হয় অনেকের।

বাড়তি ভাড়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার যুগান্তরকে বলেন, আমি নিজেই কয়েকটি টার্মিনাল ঘুরেছি। বাড়তি ভাড়া আদায় করতে দেখিনি। বাসগুলোতে ৫০ শতাংশ যাত্রী ও সরকার নির্ধারিত ভাড়া আদায় করেছে। তিনি বলেন, কয়েকজন আমাকে ফোন করে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ করেছে। মূলত সাধারণ সময়ে বাসে কম ভাড়া নেয়া হতো, সেটিকে ভিত্তি করে এসব অভিযোগ করা হচ্ছে।

গাবতলী সোহাগ পরিবহণের কাউন্টারে দায়িত্বরত নজরুল বিশ্বাস বলেন, লকডাউনের খবর আসার পর কাউন্টারে উপচেপড়া ভিড় দেখা দিয়েছে। শনিবার রাত থেকে শুরু হয়ে রোববার সকাল ১১টার মধ্যে সব টিকিট বিক্রি শেষ হয়ে যায়। এখন যারা আসছে তাদের বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। হানিফ কাউন্টারের ম্যানেজার জাকির মল্লিক জানান, স্বাস্থ্যবিধি মানার কারণে ৪০ আসনের বাসে ২০ জন নিতে হচ্ছে। ফলে আসন খালি থাকলেও যাত্রী নেওয়া যাচ্ছে না। এতে গাড়ির সংকট তৈরি হয়েছে।

এদিকে সদরঘাটে গিয়ে দেখা গেছে, অন্যান্য ছুটির সময় যেমন গাদাগাদি করে যাত্রী তোলা হয়, রোববারও তেমনটিই দেখা গেছে। এ সময় অধিকাংশ যাত্রী মাস্ক ছাড়াই লঞ্চে আরোহণ করতে দেখা গেছে। চাঁদপুরগামী যাত্রী আনোয়ার ও ফয়সাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একে তো ঠাসাঠাসি করে যাত্রী উঠিয়েছে তার ওপর দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হচ্ছে। তারা বলেন, আগে চাঁদপুরে ডেকে যাত্রী প্রতি ১শ টাকা নেওয়া হলেও এখন দুইশত টাকা আদায় করা হচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ ভাড়া ১শ ৬০ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। বরিশালগামী সুন্দরবন-১১ লঞ্চের যাত্রী সোহাগ আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, এক সপ্তাহ আগেও বরিশালগামী প্রতিটি ডাবল কেবিন দুই হাজার টাকায় ভ্রমণ করেছেন। অথচ আজকে লঞ্চে এসে ওই কেবিন পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া করেছেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ সংস্থার সভাপতি মাহবুব উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, প্রতিটি লঞ্চে স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য আমরা

নির্দেশনা দিয়েছি। তারপরও হঠাৎ করে যাত্রীদের উপচেপড়া ভিড় হওয়ায় ওইভাবে মানা যাচ্ছে না। যাত্রীরাই স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করছে। এছাড়া কোনো লঞ্চে সরকারি নিয়মের বাইরে ভাড়া আদায় করতে পারবে না। তাছাড়া প্রথম শ্রেণির যাত্রী ভাড়া বাড়ানো হয়নি। শুধুমাত্র ডেকের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। আপনার নিজের লঞ্চ সোনারতরীতে আজকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ রয়েছে- এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এতদিন আমরা যাত্রীদের ছাড় দিয়েছি। এখন আমাদের অবস্থাও খারাপ। তবে ৬০ শতাংশের ওপরে কেউ আদায় করার কথা নয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেক বলেন, খুব কম যাত্রী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল করছেন। মুখে মাস্ক না দিয়ে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বাস্থ্যবিধি না মানার পেছনে যাত্রীদের দায়ী করে তিনি বলেন, প্রতিটি লঞ্চে ডেক যাত্রীদের বসার জন্য গোল বৃত্ত দেওয়া হয়েছে। তারপরও তারা তা মানছে না। কোনো লঞ্চে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হলে অভিযোগের হটলাইন নম্বর ১৬১১৩ তে ফোন করার জন্য তিনি যাত্রীদের অনুরোধ করেন। কোনো লঞ্চের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

এদিকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনেও ছিল মানুষের উপচেপড়া ভিড়। টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইন প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। বেশিরভাগ ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী যেতে দেখা গেছে। কমলাপুর রেলের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, লকডাউন একটি বিশেষ ব্যবস্থা হলেও আমাদের দেশের মানুষ এটাকে উদযাপন করে। আমরা হাত ধুয়ে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করলেও মানুষ সেটা গুরুত্ব দেয় না। তাদেরকে মানানোও যায়নি।

যুগান্তরের ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

শিবচর (মাদারীপুর): রোববার সকাল থেকেই শিমুলিয়া-বাংলাবাজার রুটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকে। দুপুরের পর ভিড় আরও বেড়ে যায়। উভয় ঘাটেই যানবাহনের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। শিমুলিয়া- বাংলা বাজার নৌরুটে ছোট বড় ১৮টি ফেরি ৮৭টি লঞ্চ ও ২ শতাধিক স্পিডবোট চলাচল করে। যাত্রী পরিবহণে এসব যানে স্বাস্থ্যবিধি একেবারেই মানা হয়নি। যদিও ভাড়া নিয়েছে দ্বিগুণ। এ নিয়ে যাত্রীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ দেখা গেছে।

বাংলাবাজার ফেরি ঘাট ম্যানেজার সালাউদ্দিন মিয়া জানান, লকডাউন

ঘোষণার পর ভোররাত থেকেই শিমুলিয়া-বাংলাবাজার নৌরুটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়ে যায়।

বরিশাল: লকডাউনের খবর শুনে রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করা বরিশাল অঞ্চলের অনেকেই বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেন। এ কারণে শনিবার বিকালে সদরঘাটে ভিড় বেড়ে যায়। এই ভিড় রোববার প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। লঞ্চের কেবিনের টিকিট সোনার হরিণ হয়ে যায়। যাত্রীরা লঞ্চের টিকিট পেতে এক কাউন্টার থেকে অন্য কাউন্টারে ছুটতে থাকেন। জুবায়ের রহিত নামে পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র মোবাইল ফোনে জানান, জরুরি কাজে ঢাকায় তার মামার বাসায় গিয়েছিলেন। এখন বরিশালে ফিরবেন কিন্তু লঞ্চের টিকিট মিলছে না। একই অবস্থা ঢাকা-বরিশাল বাস রুটে। গাদাগাদি করে যাত্রী পরিবহণ করলেও ভাড়া নেওয়া হয় দ্বিগুণ।

এদিন বরিশাল আধুনিক নৌবন্দর টার্মিনালে যাত্রীর চাপ ছিল তীব্র। নগরীর নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল ও চৌমাথা এলাকায় বাড়ি ফেরা মানুষের প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। এসব মানুষকে বাড়ি ফিরতে বাস সংকটে পড়তে হয়। এ কারণেই নগরীর চৌমাথা এলাকায় আশপাশের উপজেলায় যাওয়ার জন্য মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দ: রোববার সকাল থেকেই মানুষ ঢাকা থেকে গোয়ালন্দ ফেরিঘাট হয়ে বাড়ি ফিরতে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর চাপ বেড়ে যায়। পাটুরিয়া থেকে ছেড়ে আসা প্রতিটি লঞ্চে ছিল উপচে পড়া ভিড়। যাত্রী পরিবহণে ছিল না স্বাস্থ্যবিধি। যদিও তাদের সবার কাছ থেকেই সরকার ঘোষিত ৬০ শতাংশের অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

দৌলতদিয়া লঞ্চ ঘাটের সুপারভাইজার নুরুল আনোয়ার মিলন বলেন, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ১৮টি লঞ্চ চলাচল করছে। আমরা সরকার ঘোষিত নিয়ম মেনেই ভাড়া আদায় করছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ কোনো স্বাস্থ্যবিধি মানতে চাচ্ছেন না।

শায়েস্তাগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : লকডাউন ঘোষণায় ঢাকা ও অন্য জেলা থেকে সিলেটমুখী যাত্রীদের চাপ বেড়ে যায়। এই সুযোগে পরিবহণগুলো গাদাগাদি করে যাত্রী বহন করে। অন্যদিকে ভাড়াও আদায় করে দ্বিগুণ। এছাড়া সিলেট থেকে ঢাকামুখী মানুষের ভিড়ও ছিল। রোববার সকাল থেকে শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন ও বাস স্টেশন এলাকায় ঢাকামুখী যাত্রীদের ভিড় দেখা যায়।

লকডাউনে যা বন্ধ, যা খোলা

করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে তা নিয়ন্ত্রণে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে এক সপ্তাহের জন্য শুরু হচ্ছে লকডাউন। আগামী ৭ দিন এটি কার্যকর থাকবে।
এ সময় মানুষের কাজ ও চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে। জরুরি সেবা ছাড়া প্রায় সবকিছুই বন্ধ থাকবে। চলবে না কোনো গণপরিবহন। অভ্যন্তরীণ পথে উড়বে না উড়োজাহাজও।

তবে লকডাউনের মধ্যেও জরুরি কাজের জন্য সীমিত পরিসরে অফিস খোলা থাকছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থায় কর্মীদের অফিসে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছে সরকার। একইভাবে শ্রমিকদের আনা-নেওয়ার শর্তে শিল্পকারখানা ও নির্মাণকাজ চালু রাখা যাবে।
এ রকম নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে গতকাল রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। অবশ্য প্রজ্ঞাপনে লকডাউন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে মোট ১১টি নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে। সারা দেশে জেলা ও মাঠ প্রশাসন এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে। নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।

মানতে হবে যেসব বিধি নিষেধ

১. সব প্রকার গণপরিবহণ (সড়ক, নৌ, রেল ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট) বন্ধ থাকবে। তবে পণ্য পরিবহণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, জরুরি সেবাদানের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, বিদেশগামী/বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না।
২. আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন- ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস/জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বিভিন্ন বন্দরের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম,

টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে।
৩. সব সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও আদালত এবং বেসরকারি অফিস কেবল জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় জনবলকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় অফিসে আনা-নেওয়া করতে পারবে। শিল্প-কারখানা ও নির্মাণ কার্যাদি চালু থাকবে। শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া করতে হবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএকে শিল্প-কারখানা এলাকায় কাছাকাছি সুবিধাজনক স্থানে তাদের শ্রমিকদের জন্য ফিল্ড হাসপাতাল/চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না।
৫. খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কেবল খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ করা যাবে না।
৬. শপিং মলসহ অন্যান্য সব দোকান বন্ধ থাকবে। তবে দোকানগুলো পাইকারি ও খুচরা পণ্য অনলাইনের মাধ্যমে কেনাবেচা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাবস্থায় কর্মচারীদের মধ্যে আবশ্যিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং কোনো ক্রেতা সশরীরে যেতে পারবে না।
৭. কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনাবেচা করা যাবে। বাজার কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৮. ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিত পরিসরে চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।
৯. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
১০. সারা দেশে জেলা ও মাঠপ্রশাসন এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে।
১১. এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ নির্দেশনার কপি সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবকে এ নির্দেশনা পাঠিয়ে তা অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
সর্বশেষ রোববার বিকেলের স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৯ হাজার ২৬৬ জনে। এছাড়া করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৭ হাজার ৮৭ জন। এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬৪ জনে দাঁড়াল।
এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন দেওয়া হল।
গত বছরের ২৬ মার্চ থেকে শুরু করে ৬৬ দিনের ‘সাধারণ ছুটি’ ছিল সারা দেশে। এ সময়ে জরুরি ছাড়া সব যানবাহন বন্ধ ছিল। আর ১৮ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সংক্রমণ কমে গেলে ৩০ মার্চ স্কুল-কলেজ খোলার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে ২৩ মে করা হয়। আর পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলবে ২৪ মে।

একদিনে ভারতে লক্ষাধিক করোনা আক্রান্ত

সব রেকর্ড ভেঙে ভারতে একদিনে ১ লাখের বেশি করোনা আক্রান্ত কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত ভারত। দেশটিতে একদিনেই ১ লাখের বেশি নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন, যা এ যাবৎকালে দেশটিতে সর্বোচ্চ সংক্রমণের রেকর্ড। এটি ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ডও। খবর এনডিটিভির।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দেশটির গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন ১ লাখ ৩ হাজার ৫৫৮ জন। এক বছরের বেশি সময় ধরে দেশটিতে করোনা ঝড় শুরু হওয়ার পর থেকে এটিই সর্বোচ্চ সংক্রমণ।
সবচেয়ে বাজে অবস্থা মহারাষ্ট্রে। অঙ্গরাজ্যটিতে রোববারই ৫৭ হাজার ৭৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মোট সংক্রমণ বেড়ে দাড়িয়েছে ২৯ লাখ। রাজ্যটিতে লকডাউন চলছে।

ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইতে একদিনের হিসেবে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ধরা পড়েছে রোববার। ১১ হাজার ১৬৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন এদিন।

নতুন লক্ষাধিক সংক্রমণ নিয়ে দেশটিতে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা

বেড়ে দাড়িয়েছে ১ কোটি ২৫ লাখ ৮৯ হাজার ৬৭ জন।

ওয়ার্ল্ডো মিটারের সোমবার সকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে ১ লাখ ৩ হাজার ৭৯৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে মারা গেছেন ৪৭৭ জন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১ লাখ ৬৫ হাজার ১৩২ জন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ভারত প্রকট আকার ধারণ করতে পারে এমন আশঙ্কা জানিয়ে আসছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এ জন্য করোনার নতুন ধরনকে দায়ী করছেন তারা।

ফ্রান্সে গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৬১ হাজারের করোনা শনাক্ত হয়েছে যা একই সময়ে বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এই সময় মারা গেছেন ১৮৫ জন।

এদিকে করোনার বৈশ্বিক সংক্রমণ ১৩ কোটি ১৯ লাখ ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছে প্রায় ২৮ লাখ ৬৬ হাজার জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রায় ১০ কোটি ৬১ লাখ।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনা রোগী ধরা পড়ে। এটি বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। করোনাকে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।